أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/খ)

www.motaher21.net

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়,

It is not be to turn your mouth in west or east , But it is to do righteous deed.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোন পুণ্য নেই। বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক–বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

১৭৭ নং আয়াতের তাফসীর:

খাঁটি বিশ্বাস ও সঠিক পথের শিক্ষা

অত্র মহিমান্বিত আয়াতটি খাঁটি বিশ্বাস এবং সরল সঠিক পথের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন আবী হাতিম মু’ মিনদেরকে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। পরে তাদেরকে কা ‘বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের ওপর এবং কিছু মু’মিনদের কাছে কঠিন মনে হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দিবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত সাওয়াব এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নিবে। যদি কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং এটা যদি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে না হয় তাহলে এর ফলে সে মু’ মিন থাকবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। কুর’ আন মাজীদে রয়েছেঃ

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

মহান আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো এগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে গেছে তোমাদের তাকওয়া। (২২ নং সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ৩৭)

পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খ্রিষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করতো। সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে ‘আমল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ ‘সাওয়াব এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য করণীয় কাজগুলো নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা হয়।’ সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের ওপর ‘আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে সাওয়াব গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ্‌র সত্ত্বার ওপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই। ফেরেশতার অস্তিত্ব এবং এরা যে মহান আল্লাহ্‌র বাণী তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন এ কথা তারা বিশ্বাস করে। তারা সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুর’ আনই শেষ আসমানী কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সৌভাগ্য তার সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নবীর ওপরও তাদের ঈমান রয়েছে, বিশেষ করে আখিরী নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপরেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। মাল ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা তা মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ

"أفضل الصدقة أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر".

‘উত্তম দান এই যে, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও মালের প্রতি তোমার ভালোবাসা ও লোভ থাকে, তুমি ধনী হওয়ারও আশা রাখো এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ারও ভয় করো।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৩/৩৩৪/১৪১৯, সহীহ মুসলিম ২/৯২, ৯৩, ৭১৬, মুসতাদরাক হাকিম ২/২৭২)

কুর’আন মাজীদেও মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا﴾

‘তারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলেঃ কেবল মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান, কৃতজ্ঞতাও নয়।’ (৭৬ নং সূরা ইনসান/দাহর, আয়াত নং ৮-৯)

অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

‘তোমরা যে ভালোবাসো তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।’ (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৯২)

অন্যস্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (৫৯ নং সূরা হাশর, আয়াত নং ৯)

সুতরাং এরা বড় মর্যাদার অধিকারী। কেননা প্রথম প্রকারের লোকেরাতো তাদের ভালোবাসা ও পছন্দনীয় জিনিস তাদেরকে দান করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের লোকেরা এমন জিনিস অপরকে দিয়েছেন, যে জিনিসের তাঁরা নিজেরাই মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাদীসে রয়েছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ইরশাদ করেনঃ

الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان :صدقة وصلة."فهم أولى الناس بك وبرك وإعطائك".

‘মিসকীনকে দান করার সাওয়াব এক গুণ এবং আত্মীয় মিসকীনকে দান করার সাওয়াব দ্বিগুণ। একটি দানের সাওয়াব এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখার সাওয়াব। তোমাদের দান-খায়রাতের এরাই বেশি হকদার।’ (হাদীসটি সহীহ। জামি‘ তিরমিযী-৩/৬৫৮, সুনান ইবনে মাজাহ-১/১৮৪৪, সুনান নাসাঈ ৫/২৫৮১, সুনান দারিমী ১/১৬৮০,১৬৮১, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৭, ১৮, ২১৪) কুর’আন মাজীদে কয়েক জায়গায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে।

‘ইয়াতীম’ এর অর্থ হচ্ছে ঐ ছোট ছেলে যার পিতা মারা গিয়াছে। তার অন্য কেউ উপার্জনকারী নেই। তার নিজেরও উপার্জন করার ক্ষমতা নেই। হাদীসে রয়েছে যেঃ "لا يُتْم بعد حُلُم".

পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকে না। (হাদীসটি সহীহ। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-৬/৪১৬/১১৪৫১, সুনান আবূ দাউদ ৩/১১৫/২৮৭৩, তাবারানী ১/৯৬, আল মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ৪/৩৩৪, মুসনাদে আহমাদ-১/২৯৪)

‘মিসকীন’ তারা যাদের নিকট এই পরিমাণ জিনিস নেই যা তাদের খাওয়া-পরা ও বসোবাসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাদেরকেও দান করতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং তারা দারিদ্রতা, ক্ষুধা, সঙ্কীর্ণতা এবং অবমাননাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। (মুসনাদ ‘আবদুর রাজ্জাক)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي تَرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فَيُتَصَدق عليه.

‘ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং দু’একটি খেজুর বা দুই এক গ্রাস খাবার দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কাছে এ পরিমাণ জিনিস নেই যার দ্বারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে এবং সে তার অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করে না যার দ্বারা মানুষ তার অবস্থা জেনে তাকে কিছু দান করতে পারে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৩/১৪৭৯, ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, সহীহ মুসলিম ২/১০১,১০২/৭১৯, সুনান নাসাঈ-৫/২৫৭১, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/৯২৩/৭, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৪৫,৪৬৯, সুনান আবূ দাউদ ২/১১৮/১৬৩১)

‘ইবনুস সাবীল’ মুসাফিরকে বলা হয়। এখানে ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যার নিকট সফরে থাকাবস্থায় অর্থ-সম্পদ সব শেষ হয়ে যাওয়ায় আর কোন পথ-খরচ নেই। তাকে এই পরিমাণ দেয়া হবে যে

সে অনায়াসে তার দেশে পৌঁছাতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে সফরে বেরিয়েছে তাকেও যাতায়াতের খরচ দিতে হবে। অতিথিও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) অতিথিকেও 'ইবনস্ সাবীলের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৫৯) এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সা'ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ), আবূ জা'ফর 'আলী বাকীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী' ইবনে আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ ও অনুরূপ বলেছেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৬৪)

'সায়েলীন' ঐসব লোকদের বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায়। এদেরকেও সাদাকাহ ও যাকাত থেকে দিতে হবে।

فِي الرِّقَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ক্রীতদাসদেরকে দাসত্ব হতে মুক্ত করা। এরা ঐ ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মুনিবেরা বলে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এতো পরিমাণ অর্থ দিতে পারে তাহলে তারা মুক্ত হবে। এদেরকে সাহায্য করে মুক্ত করিয়ে নেয়া। এই প্রকারের এবং আরো অন্যান্য ধরনের লোকদের পূর্ণ বর্ণনা اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ এই আয়াতের তাফসীরে ইনশা' আল্লাহ করা হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা সালাতকে সময় মতো পূর্ণ রুকূ', সাজদাহ, খুশু-খুযূ বা স্থিরতা এবং বিনয়ের সাথে আদায় করে। অর্থাৎ যে নিয়মে আদায় করার নির্দেশ শারী'আতে রয়েছে সে ঠিক সেই নিয়মেই আদায় করে। আর তারা যাকাতও প্রদান করে। কিংবা এই অর্থ যে, তারা নিজেদের আত্মাকে বাজে কথা এবং জঘন্য চরিত্র থেকে পবিত্র রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا﴾

'সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলূষিত করেছে।' (৯১ নং সূরা আশ্ শামস্, আয়াত ৯-১০) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ ﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۝ وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى﴾

'তাকে জিজ্ঞেস করো, 'তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাই যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো?' (৭৯ নং সূরা আন নাযিয়াত, আয়াত-১৮ও ১৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ﴾

'ধ্বংস তাদের জন্য যারা মহান আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদের শরীক গণ্য করে। যারা যাকাত দেয় না।' (৪১ নং সূরাহ হা-মীম সাজদাহ, আয়াত ৬ ও ৭)

সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহে যাকাত এর ভাবার্থ হচ্ছে নাফসকে পবিত্র করা। অথাৎ নিজেকে পাপ, পঙ্কিলতা, শিরক এবং কুফর হতে পবিত্র করা। আবার এর অর্থ মালের যাকাতও হতে পারে। তাহলে তখন নফল। সাদাকার অন্যান্য নির্দেশ বুঝতে হবে। যেমন ওপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া মহান আল্লাহ্‌র অন্যান্য হকও রয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, অঙ্গীকার করলে যারা সে অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ ﴿الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ﴾

'যারা মহান আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।' (১৩ নং সূরা রা 'দ, আয়াত নং ২০)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ :إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ."وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ":إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে ও (৩) তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে।' অন্য বর্ণনায় আরো বলা হয়েছেঃ 'ঝগড়ার সময় গালি উচ্চারণ করে।' (সহীহুল বুখারী-১/১১১/৩৩, ৩৪, সহীহ মুসলিম ১/৭৮/১০৬, ১০৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্যধারণকারী। ইবনে মাস 'ঊদ (রাঃ), ইবনে 'আব্বাস (রাঃ), আবুল 'আলিয়া (রহঃ), মুররাহ আল-হামদানী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা 'ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ). রাবী ' ইবনে আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন, এর অর্থ হলো শত্রুর মুখোমুখী হওয়া অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৭০, ২৭১; তাফসীর তাবারী ৩/৩৫৫) এসব কষ্ট ও বিপদের সময় ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাঁরই ওপর আমরা নির্ভর করি। মহান আল্লাহ বলেন যে, এই সব গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যপরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার। তাদের ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ একইরূপ। আর তারা ধর্মভীরুও বটে। কেননা তারা সদা আনুগত্যের ওপরেই রয়েছে এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বহু দূরে সরে আছে।

পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে মুখ করার বিষয়টিকে নিছক উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। আসলে এখানে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে, ধর্মের কতিপয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করা, শধুমাত্র নিয়ম পালনের

উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কয়েকটা ধর্মীয় কাজ করা এবং তাকওয়ার কয়েকটা পরিচিত রূপের প্রদর্শনী করা আসল সৎকাজ নয় এবং আল্লাহর কাছে এর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই।

অত্র আয়াত কেবলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। একদিকে ইয়াহূদীরা নিজেদের কেবলার (বাইতুল মুকাদ্দাসের পশ্চিম দিক) অন্যদিকে খ্রিস্টানরা তাদের কেবলার (বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিক)-কে খুব গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং তা নিয়ে গর্বও করছিল। আর অপরদিকে মুসলিমদের কেবলার পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করছিল। যার কারণে অনেক মুসলিমও অনেক সময় আন্তরিক দুঃখবোধ করত। সে জন্য আল্লাহ তা 'আলা বলেন: প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে মুখ করাটাই নেকীর কাজ নয়- যদি আল্লাহ তা 'আলার নির্দেশ ও শরীয়ত অনুপাতে না হয়।

মূলতঃ আল্লাহ তা 'আলা পরীক্ষা করেন কে তাঁর আনুগত্য করতঃ আদেশ বাস্তবায়ন করে, তিনি যেদিকেই মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে বলেন সেদিকেই মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করে এবং তিনি যা শরীয়ত সিদ্ধ করে দেন তার একান্ত অনুগত হয়। আর এটাই হল সৎ কাজ, তাকওয়া ও পরিপূর্ণ ঈমান। তারপর আল্লাহ তা 'আলা মৌলিক আকীদা ও আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা হলো:

আল্লাহ তা 'আলার প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ তাঁর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যার এককত্বে বিশ্বাস রাখা ও সেই অনুপাতে আমল করা এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহয় বর্ণিত নাম ও গুণাবলীর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি করা হতে মুক্ত থেকে বিশ্বাস রাখা। পরকাল তথা মৃত্যু, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করা, ফেরেশতারা আল্লাহ তা 'আলার মাখলুক ও তারা আল্লাহ তা 'আলার আদেশ বাস্তবায়নে সর্বদা রত বিশ্বাস রাখা। সকল আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনা। নাবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে সকলের প্রতি ঈমান আনা। সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করা।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন্ দান উত্তম? তিনি বললেন:

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَي الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَي

সর্বোত্তম দান হল- তুমি সুস্থ ও মালের প্রতি আসক্ত অবস্থায় দান করবে। যখন তুমি ধনী হবার আশা কর এবং দরিদ্র হবার আশঙ্কা কর। (সহীহ বুখারী হা: ১৪১৯)

ইয়াতীম হল- প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পূর্বে যার পিতা মারা গেছে। মা মারা গেলে শরীয়ত তাকে ইয়াতীম বলে না।

الْبَأْسَآءِ দ্বারা দরিদ্র এবং অতিব অভাবী বুঝানো হয়েছে। الضَّرَّآءِ দ্বারা ক্ষতি ও রোগ আর البأس দ্বারা যুদ্ধ ও তার কাঠিন্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এ তিন অবস্থায় ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ আল্লাহ তা 'আলার বিধানাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বড় কঠিন কাজ, তাই এ তিনটি অবস্থাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[১] কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, ইয়াহুদীরা ইবাদাতের সময় পশ্চিম দিকে আর নাসারারা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

আল্লাহ্ তাআলা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় বলেন, সালাতে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীআতের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

[২] অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভেতরই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি সালাতে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

[৩] এখানে দুটি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্র ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। দুই. সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্বেও সে উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাফসীরে বাগভী] এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসে সম্পদের আসক্তি সত্বেও তা ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা থাকা সত্বেও সাদাকাহ করা"। [বুখারী: ১৪১৯, মুসলিম: ১০৩২]

[৪] এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন

রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বানীশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরয হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। [মাআরিফুল কুরআন]

[৫] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয় স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে" । [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৪/৭৮]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকাহ করা হয় তবে তা হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদকাহ। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮]

[৬] অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তেমনিভাবে মু ' আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

(৭) আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর' -এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, 'সবর' -এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নিজে যা নেকী বা গুনাহর কাজ মনে করব তাই নেকী বা গুনাহর কাজ এমনটা নয়। বরং নেকী ও গুনাহর কাজ কোন্টি তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত হবে।

২. ঈমানের রুকনের পরিচয় জানতে পারলাম।

৩. সালাত ও যাকাতের গুরুত্বের বর্ণনা জানলাম।

৪. অঙ্গীকার পূরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. তাক্বওয়া হল ইবাদতের মূল।